JUN 23 2002

তারিখ ... ...
পৃঃ ৮ কলাম ১ .....

দৈনিক ইনকিলাব

সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঠেকাতে স্কুল পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে সভায় বক্তাগণ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেছেন, সমাজের মূল্যবোধের যে অবক্ষয় চলছে তা থেকে রেহাই পেতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সেই সাথে মসজিদের ইমামদের উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বক্তাগণ বলেন, দেশে বাংলা পড়ুয়া মানুষের চেয়ে আরবী পড়তে পারে এমন লোকের সংখ্যা অনেক বেশী। মসজিদের ইমামদের

৩-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

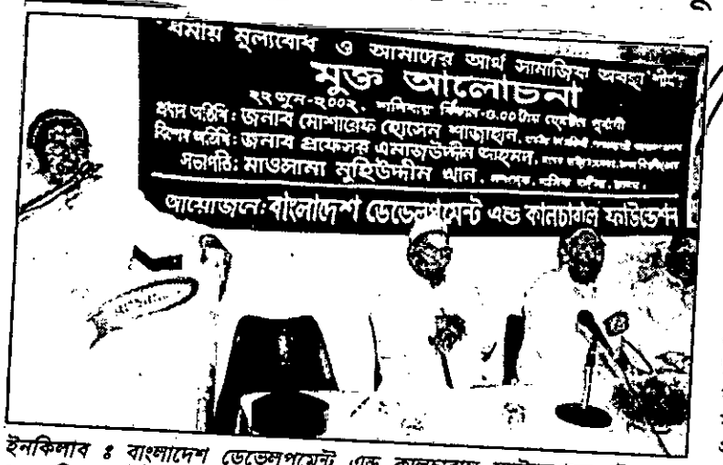

ইনকিলাব ঃ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট এন্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত 'ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাজাহান। গতকাল (শনিবার) রাজধানীর একটি হোটেলে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আরবী শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি মানুষকে বাংলা শিখানোর প্রচলন করতে হবে। কোরআনের বাংলা তরজমা ও শিক্ষা দিতে হবে। তা করা গেলে নিরক্ষরতা যেমন দূর হবে নৈতিক শিক্ষাও এতে সম্ভব হবে।

গতকাল (শনিবার) রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট এন্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাজাহান। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর আসাদুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরী, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমিন খান, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আ জ ম শামসুল আলম, প্রখ্যাত নাট্যকার আরিফুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান, মুহাম্মদ সিদ্দিক, ছড়াকার আবু সালেহ প্রমুখ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি আল মুজাহিদী।

মোশারেফ হোসেন শাহজাহান বলেন, সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে উদ্ধার পেতে হবে ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে। এই ধর্মীয় নেতা হলেন ইমামগণ। ইমামদের যথাযথ ও কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইউপুল করতে হবে। একই সাথে ইমামদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকেও নজর দিতে হবে। তিনি জানান, ইমামদের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুদবিহীন ঋণ বিতরণের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। তিনি বলেন, ইমামদের শুধু মসজিদে পড়ে থাকলেই চলবে না। একবিংশ শতাব্দীকে বাইরে থেকে দেখতে হবে। বিশ্বকে জানতে হবে।

অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, ১৭৫৭ সালের বাংলাদেশ এবং বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্য নেই। তিনি বলেন, জাতির জন্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য মাদ্রাসা শিক্ষা যেমন অপরিণত ও অপূর্ণ তেমনি সাধারণ শিক্ষাও অপরিণত এবং অপূর্ণ। তিনি বলেন, পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও কার্যকর করার জন্য ধর্মীয় চেতনা অপরিহার্য। ধর্মীয় মূল্যবোধ ছাড়া মানুষের নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, কিছু কিছু এনজিও তাদের ভাল কাজের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের ক্ষমতায়নের নামে মূল্যবোধের অবক্ষয়কে বিস্তৃত করছে। সরকারকে সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের সূচনা হতে পারে মাদ্রাসা ও মসজিদের মাধ্যমে। তিনি বলেন, মসজিদকে কেন্দ্র করে ভাল কাজ করা গেলে এনজিওরা আস্তে আস্তে হতাশ হয়ে পিছিয়ে যাবে।

অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে ধর্মহীনতা। স্কুল পর্যায় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলনের দরকার রয়েছে। অধ্যাপক কামরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে মিডিয়া একটি বিরাট ফ্যাক্টর। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধের পক্ষে ইনকিলাব ও সংগ্রাম ছাড়া কোন পত্রিকা নেই। বাকী সব পত্রিকাগুলো প্রতিনিয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারকে তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান বলেন, মসজিদকে আর্থ-সামাজিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, সমবায় আন্দোলনকে ইসলামভিত্তিক করে আরও জোরদার করতে পারলে এনজিওদের বিস্তৃতি কমে যাবে। তিনি বলেন, সমবায় আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে।

আরিফুল হক বলেন, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান কায়েম ছাড়া মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। আ জ ম শামসুল আলম বলেন, ইমামদের বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে তাদের কাজে লাগাতে হবে। মসজিদকে আরবী ও বাংলা শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।